দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

010

শিক্ষাঙ্গনে

কুমিল্লা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা

কুমিল্লা জেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন মুখী সমস্যা বিরাজমান। প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

প্রাথমিক শিক্ষার '৮৬ সাল ভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ জেলায় ১৯৮৭ সালে বিদ্যালয়ে গমনোপাযোগী ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বয়সী শিশুর সংখ্যা হল ৬ লাখ ৯ হাজার ৩শ' জন। তন্মধ্যে গত ডিসেম্বর '৮৬ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছিল ৪ লাখ ২৬ হাজার ১শ' ৭৩ জন। মোট সংখ্যার শতকরা ৭০ জন। এ শিশুদের ১০ লাখ ৬৭ হাজার ৬১ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং মাত্র ৪২ হাজার ৭শ' ৮ জন ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে যা যথাক্রমে অধ্যয়নরতদের শতকরা ৪০ ভাগ ও শতকরা ১০ ভাগ প্রায়। বাকী ১ লাখ ৮০ হাজার ১শ' ২৭ জন বিদ্যালয় বহির্ভূত থেকে যাচ্ছে। তারা বিদ্যালয়ের ধারে-কাছেও আসছে না। অপর দিকে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা বিরাজমানহেতু ও আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির অনেকাংশে বিভিন্ন শ্রেণীতে ঝড়ে পড়ে।

মূলতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই এর জন্য দায়ী। নিম্নবিত্ত ও নিম্ন আয়ভুক্ত গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় অনুপস্থিতি ও পরিত্যাগের সম্ভাবনা শহরের চেয়ে অনেক বেশী।

কুমিল্লা জেলার ১ হাজার ৩০৫টি সরকারী ও ১৮৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোতে দু'শিফ্ট চালু থাকা সত্ত্বেও স্থানসংকুলান হচ্ছে না। দ্রুত সম্প্রসারণশীল জনসংখ্যার ফলশ্রুতিতে প্রতি বছরই প্রায় ৯০ হাজার শিশু ৫ বছর বয়স অতিক্রম করে। তাদের জন্য প্রতি বছর প্রায় ৪শ' নতুন বিদ্যালয় প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ প্রতি ২ হাজারের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে এ জেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা দাঁড়াবে ১ হাজার ৭শ' ৫০টি। তৃতীয়তঃ প্রতি দেড় মাইলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেব করলে এবং নদী পাহাড় বনাঞ্চল বাদ দিলে অন্ততঃ ১ হাজার ৭শ' ৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা দরকার। চতুর্থতঃ প্রতি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ধরে প্রায় ৩ হাজার প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন থাকা দরকার। পঞ্চমতঃ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূত ১ লাখ ৮০ হাজার শিশুর জন্য প্রতি ৩শ' জনে একটি বিদ্যালয় ধরলেও আরো নতুন ৬শ' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এ জেলায় প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। উপরন্তু প্রতি বছরের ৯০ হাজার বিদ্যালয় বয়সী শিশু তো আছেই। উপরোক্ত হিসেব মতে বর্তমানে অন্ততঃ ১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

নিয়মানুযায়ী প্রতি ৫০ জনে একজন শিক্ষক/ শিক্ষিকা থাকার কথা কিন্তু বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় শিক্ষক রয়েছেন ৬ হাজার ৬শ' ৮০ জন যা প্রয়োজনের তুলনায় ২২.৫% কম। অর্থাৎ শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে ১ হাজার ৮শ' ৪০ জন। বিদ্যালয় বহির্ভূত ১ লাখ ৮০ হাজারকে বিদ্যালয়ে আনতে হলে বাড়তি ৩ হাজার ৬শ' ৬২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে।

উপরন্তু এ জেলার প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে রয়েছে অন্যান্য টুল-টেবিল ও অন্যান্য শিক্ষাপোকরণ-এর অভাব। শিশুরা বসার জায়গা পায় না বিধায় বিদ্যালয়ে আসতে আনন্দ পায় না। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগে বাঁশের আসন তৈরী করে তাদেরকে বসতে দেয়া হয়। কোন কোন স্থানে মাদুর চাটাইয়ে বসিয়ে কোন রকম শিশুদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও রয়েছে খাবার পানির জন্য নলকূপ ও সৌচাগারের অভাব ইত্যাদি।

কুমিল্লা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ প্রয়োজন। —মোঃ আবদুস সাত্তার,